EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১০ হাজার মানুষ বরিশালের "আমেরিকা সপ্তাহ" পরিদর্শন করেছে

ঢাকা, ২৮শে জানুয়ারি -- যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত "আমেরিকা সপ্তাহ" আজ বরিশালে শেষ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ তিন দিনের এই অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ বন্ধনগুলো তুলে ধরতে বরিশালের কয়েক হাজার মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে আমেরিকা সপ্তাহ আয়োজন করে।

এবছর আমেরিকা সপ্তাহ যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ যে গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক উত্তরণের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে সেগুলো তুলে ধরেছে। এবারের কর্মসূচির মধ্যে ছিল - বরিশালে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত কর্মসূচিগুলো জনগণের সামনে উপস্থাপন এবং প্রকল্পগুলো ঘুরে দেখা। পাঁচ হাজারেরও বেশি দর্শনার্থী এবারের আমেরিকা সপ্তাহে অংশগ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করা যায়, কিভাবে ভিসার জন্য আবেদন করতে হয় বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পে কিভাবে অংশগ্রহণ করতে হয় ইত্যাদি নানা বিষয়ে দর্শনার্থীরা জানার সুযোগ লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস একটি জ্যাজ সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং সেই সাথে নন্দিত আমেরিকান চলচ্চিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করে।

রাষ্ট্রদূত রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও অন্যান্য বরিশালবাসীর জন্য বেশ কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উদ্বোধনী দিনের নৈশভোজে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "এখনকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে: দু'টি গণতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র - সাধারণ হুমকি মোকাবেলায় একসাথে কাজ করবে এবং একটি স্বাধীন, নিরাপদ ও অধিকতর সমৃদ্ধশালী বিশ্ব অর্জনের যে সাধারণ উদ্দেশ্য তা অর্জনে করবে।" ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাত থেকে বরিশালের পুনরুদ্ধার সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাষ্ট্রদূত গুরুত্ব সহকারে বলেন যে, ঘূর্ণিঝড়ের সময় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জীবন পুনর্নির্মাণ করতে ওই অঞ্চলের পরিবর্তন উৎযাপনের জন্য বরিশাল হচ্ছে একটি

আদর্শ এলাকা। (আমেরিকা সপ্তাহ সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য, আমেরিকা সপ্তাহের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি এবং আমেরিকা সপ্তাহে রাষ্ট্রদূতের প্রতিদিনকার ব্লগ দেখতে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ওয়েবসাইট dhaka.usembassy.gov দেখুন।)

বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন ছাড়াও রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি বরিশালে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবিকার ওপর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পও পরিদর্শন করেন। রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত সোস্যাল মার্কেটিং কোম্পানির যক্ষ্মা সচেতনতা কর্মসূচির জন্য ভাসমান 'তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ কেন্দ্র' উদ্বোধন করেন। এই কর্মসূচি "টিবি আহয়" নামেও পরিচিত। এই নৌকাটি থেকে প্রতিদিন এক হাজার লোকের সেবা প্রদান করা হবে এবং প্রথম বছরে দু'লাখ লোক এই সেবা গ্রহণ করতে পারবে। রাষ্ট্রদূত বরিশালে একটি বু-স্টার বিক্রয়কেন্দ্রও পরিদর্শন করেন। এই ব্লু স্টার সোস্যাল মার্কেটিং কোম্পানির সামাজিক অধিকার কর্মসূচির অংশ। তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকার সহায়তায় পরিচালিত একটি এইচআইভি ক্লিনিক পরিদর্শনেও কিছুটা সময় নেন।

রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তায় পরিচালিত বেশ কিছু শিক্ষা প্রকল্পও পরিদর্শন করেন। তিনি একদল ধর্মীয় নেতার সাথেও সাক্ষাৎ করেন যারা বরিশালের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত 'লিডার্স অব ইনফ্লুসন্স' নামক কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে। রাষ্ট্রদূত এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকারকে এগিয়ে নেয়া এবং বিশেষত সাম্প্রতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ধর্মীয় সহনশীলতা এবং সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য রক্ষার বিষয়ে আলোচনা করেন।

বরিশালের বিএম কলেজে রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি শিক্ষার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা ও বিভিন্ন সংস্কৃতির শিক্ষার মূল্যবোধের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কনস্যুলার সেকশন এবং স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজিং সেন্টারের প্রতিনিধিরা উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দেন।

রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি বাকেরগঞ্জে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়িত বাংলাদেশের ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের 'সাকসিড' (SUCCEED) প্রি-স্কুলও পরিদর্শন দেখা করেন। আজীবন শিক্ষানুরাগের শক্ত ভিত্তি তৈরি করতে এবং শিশুদের ঝরে পড়ার সম্ভাবতা হ্রাস করতে 'সাকসিড' প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। শিশু বিষয়ক ব্যপক কর্মকাণ্ড প্রথম বারের মত দেখে তিনি অভিভূত হন যা প্রতিটি শিশুকে তার গণিত ও ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

শিক্ষার জন্য সরাসরি তহবিল প্রদান ছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় সিডর দুর্গত এলাকায় স্কুলে শিশুদের খাবারের জন্য চলতি ২০০৯ সালে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডবিউএফপি) মাধ্যমে ১৬ লক্ষ ডলার প্রদান করবে। এই অর্থ দিয়ে ডব্লিউএফপি বরিশাল অঞ্চলে এক লক্ষ ৩৩ হাজার দুইশ'

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রতিদিন পুষ্টিকর বিস্কুট প্রদান করবে। এই কর্মসূচির ফলে সিডর দুর্গত স্কুলশিশুদের স্কুলে উপস্থিতি উৎসাহিত করবে এবং ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট পুষ্টিহীনতা রোধে সাহায্য করবে। রাষ্ট্রদূত বাকেরগঞ্জে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি মন্ত্রণালয় কৃর্তক সহায়তা প্রাপ্ত একটি স্কুলও পরিদর্শন করেন।

জাতীয় ক্রিকেট তারকারা স্থানীয় পুলিশ এবং যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস কর্তৃক আয়োজিত এক ক্রিকেট ম্যচে রাষ্ট্রদূতের সাথে যোগদান করে। এই খেলা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নে সহায়তা করে। রাষ্ট্রদূত ১৫টি স্থানীয় স্কুলকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাহায্য হিসেবে ক্রিকেট সরঞ্জাম প্রদান করেন, স্থানীয় পুলিশ ও প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যদের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচও উপভোগ করেন এবং একটি বলও ব্যাট দিয়ে প্রতিরোধ করেন।

রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি বরিশাল জেলায় কয়েকটি চাকুরীর প্রকল্পও পরিদর্শন করেন। ঘূর্ণিঝড় সিডরে আক্রান্ত মৎস্য ও চিংড়ি চাষীদের সাহায্য করতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে তৈরি মৎস্য প্রকল্পে গিয়ে রাষ্ট্রদূত চাষীদের সাথে দেখা করেন। এসব চাষীরা মৎস্য ও চিংড়ি চাষ পদ্ধতি, মজুদ ও খাবার প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের ফলে প্রায় দুই লাখ চাষী উপকৃত হচ্ছে।

একজন উপকারভোগী রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টিকে গ্রামীণ শক্তির সোলার পাওয়ার সিস্টেম, উন্নত রান্নার চুলা এবং সার থেকে সৃষ্ট বায়োগ্যাসে রান্নার ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য তার বাড়ীতে স্বগত জানায়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার গ্রামীণ শক্তির একটি কর্মসূচীতে অর্থায়ন করে যা বাংলাদেশের দু'লাখেরও বেশী বাড়ীতে বিদ্যুৎ প্রদান করছে। রাষ্ট্রদূত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত জীবন ও জীবিকা নামক খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিও পরিদর্শন করেন। এই কর্মসূচি ১৩শ'র বেশি গ্রামে পরিচালিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদান করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশকে যে সব ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে থাকে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অবাধ, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন এবং অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলায় সহায়তা; একটি অধিকতর শিক্ষিত, সুস্থতর এবং অধিকতর উন্নয়নমুখী জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে সহায়তা; সুষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে তহবিল যোগানো; খাদ্য নিৰাপত্তা; এবং দুর্যোগ প্রশমনে সহায়তা। ১৯৭১ থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশকে পাঁচশ' কোটি ডলারের বেশি উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করেছে এবং গত ২০০৮ সালে উন্নয়ন সহায়তার পরিমান ছিল ১২০ মিলিয়ন ডলারের বেশী।

==========

জিআর/ ২০০৯

দ্রষ্টব্য: *এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই- মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov*) *যোগাযোগ করুন।*